পরিবেশ ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া

(ইএসএমএস)

এপ্রিল ২০১৮

সার-সংক্ষেপ

প্রস্তাবনা

বাংলাদেশ সরকারের উদ্যোগে ১৯৯৭ সালে ১৪ মে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট লিমিটেড (ইডকল) প্রতিষ্ঠিত হয়। কোম্পানিটি ১৯৯৮ সালের ৫ জানুয়ারী মাসে ব্যাংকিং বহির্ভুত আর্থিক প্রতিষ্ঠান (এনবিএফআই) হিসাবে বাংলাদেশ ব্যাংকের লাইসেন্স পায়। সূচনা লগ্ন থেকেই ইডকল বাংলাদেশে মাঝারি থেকে বড় আকারের অবকাঠামো এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রকল্পগুলো উন্নয়নের জন্য আর্থিক ঘাটতি পূরণে একটি বিরাট ভূমিকা পালন করে আসছে। কোম্পানীটি এখন বাংলাদেশের বেসরকারি খাতের জ্বালানি ও অবকাঠামো অর্থায়নে বাজারে নেতৃস্থানীয় অবস্থানে দাঁড়িয়েছে।

ইডকল পরিবেশ ও সামাজিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসাবে গণ্য করে। তাই এ খাতে পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য সঠিক পদ্ধতি থাকা প্রয়োজন। ইডকল পরিবেশগত ও সামাজিক (ই এণ্ড এস) নীতি প্রণয়নে পরিবেশ ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (ইএসএসএফ) এবং পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো (ইএসএমএফ) অনুসরণ করে। ইএসএসএফ অবকাঠামো প্রকল্পের জন্য এবং ইএসএমএফ নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রকল্প ও কর্মসূচিগুলোর জন্য প্রযোজ্য। ইডকল বর্তমানে ছাদে ব্যবহৃত সৌর পদ্ধতি এবং গ্রিডে সংযুক্ত সৌর বিদ্যুৎ প্রকল্পের পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাবগুলোর ব্যবস্থাপনা উন্নত করার লক্ষ্যে পরিবেশ ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া (ইএসএমএস) প্রণয়ন করছে। ইডকল পরিবেশ ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ার (ইএসএমএস) জন্য একটি পদ্ধতিগত ব্যবস্থা গ্রহন করবে যা উপরে উল্লেখিত ইডকল প্রকল্পগুলোর কারণে কোন প্রতিকূল পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব সৃষ্টির সম্ভাবনা রোধ করবে। উক্ত প্রকল্পগুলো পরিবেশগত ও সামাজিকভাবে কোন ক্ষতিকর প্রভাব তৈরী করবে কিনা সেটা নিরূপন করার ইডকল কর্তৃক একটি পদ্ধতিগত নীতিমালা প্রণয়ন করা হবে। উক্ত নীতিমালার দ্বারা পরিবেশ ও সামাজিক পদ্ধতিতে নেতিবাচক প্রভাবগুলো এড়িয়ে যাওয়া, কমিয়ে আনা বা সম্ভাব্য ক্ষতিপূরণ নিশ্চিত করা হয়েছে কিনা তার প্রয়াস করবে। অন্যদিকে, ইতিবাচক প্রভাবগুলোর জন্য উদ্দীপনা সৃষ্টি করা হয়েছে।

অধ্যায় ০১: ভূমিকা

১. অবকাঠামো ও জ্বালানি খাতে বেসরকারি খাতের বিনিয়োগ উৎসাহিত করার জন্য বাংলাদেশ সরকারের উদ্যোগে ১৯৯৭ সালে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড (ইডকল) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। সরকারের অগ্রাধিকার তালিকাভুক্ত নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও অবকাঠামো প্রকল্পে অর্থায়ন এবং বেসরকারি খাতে বাস্তবায়ন করার দায়িত্ব এই কোম্পানিকে দেয়া হয়। তদনুসারে, প্রতিষ্ঠানটিকে বিনিয়োগের সুযোগগুলো চিহ্নিত এবং ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বৃহৎ অবকাঠামো এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রকল্পগুলোর মূল্যায়ন করার সক্ষমতা বিকাশের জন্য উপযুক্ত নীতি, পদ্ধতি এবং জনশক্তি দিয়ে সজ্জিত করা হয়েছে।

২. কোম্পানির লক্ষ্য হচ্ছে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিতকরণে টেকসই ও পরিবেশ বান্ধব বিনিয়োগের মাধ্যমে মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সহায়তা করা। কোম্পানির উদ্দেশ্য হচ্ছে অবকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি নবায়নযোগ্য জ্বালানি শক্তির বিকাশে উন্নয়ন ও অর্থায়নের ক্ষেত্রে বেসরকারী খাতের অংশগ্রহণে অনুঘটক হিসেবে ও সর্বোচ্চ সাফল্য লাভের জন্য কাজ করা। কোম্পানির তিনটি প্রধান মূল্যবোধ রয়েছে: (১) গ্রাহকদেরকে বৈশ্বিক মানের সেবা ও সক্ষমতা প্রদান (২) সকল পরিষেবায় স্বচ্ছতা ও সততা বজায় রাখা; এবং পরিশেষে, (৩) সামাজিকভাবে দায়বদ্ধ উন্নয়নে অর্থায়ন প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাজ করা।

৩. নবায়নযোগ্য জ্বালানি শক্তি প্রকল্পগুলোর ক্ষেত্রে, ইডকল আর্থিক সহায়তার পাশাপাশি নবায়নযোগ্য জ্বালানি শক্তি প্রযুক্তি ব্যবহারের রীতি মেনে চলার জন্য নিবিড়ভাবে বাজার পর্যবেক্ষণ এবং তাদের কর্মসূচি ও প্রকল্পগুলোর গুণমান ও স্থায়িত্ব নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত মান বজায় রাখে। বর্তমানে, ইডকল বাড়িতে সৌর ব্যবস্থা, সৌর সেচ, সৌর মিনি গ্রিড, বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট এবং উন্নত চুলার মতো বিভিন্ন নবায়নযোগ্য জ্বালানি শক্তির উদ্যোগে অর্থায়ন করছে। এই নবায়নযোগ্য জ্বালানি শক্তির উদ্যোগগুলো নির্ভরযোগ্য ও সাশ্রয়ী উৎসের পাশাপাশি গ্রামীণ পরিবারগুলোর জীবন বদলে দিয়েছে। দেশে বিদ্যুতের দারিদ্র্য সফলভাবে হ্রাস পেয়েছে কারণ গ্রামীণ পরিবারগুলো এখন তাদের অপ্রতুল, অস্বাস্থ্যকর এবং দূষণ সৃষ্টিকারী কেরোসিন বাতি, রান্নার চুলা এবং ডিজেল চালিত সেচ পাম্পগুলোর বদলে অত্যন্ত ভাল ও পরিবেশ বান্ধব প্রযুক্তি ব্যবহার করছে, ফলে তাদের দৈনন্দিন জীবনে একটি মৌলিক পরিবর্তন ঘটেছে।

৪. জনগোষ্ঠীর চাহিদা মেটাতে তাদের সহায়তা প্রদান করার জন্য সেরা প্রকল্পগুলো নির্বাচন করার মাধ্যমে ইডকল জনগোষ্ঠীর মধ্যে ইতিবাচক পার্থক্য তৈরি করছে এবং গভীরভাবে প্রকল্প মূল্যায়নের মাধ্যমেই তা করা সম্ভব হয়েছে। ইডকল প্রকল্প মূল্যায়নের জন্য একটি আদর্শ পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া অনুসরণ করে। মূল্যায়ন পর্যায়ে, প্রকল্পগুলোর আর্থিক, অর্থনৈতিক, প্রযুক্তিগত, বাজার, আইনী, পরিবেশগত ও সামাজিক দিকগুলো মূল্যায়ন করা হয় এবং প্রকল্প মূল্যায়ন ও যথাযথ শর্তাবলীর অংশ হিসাবে উৎসাহ প্রদানকারীদের বিষয়ে বিস্তারিত পর্যালোচনা করা হয়।

৫. জ্বালানি ভিত্তিক উন্নয়ন অর্থায়নে ইডকল এর দীর্ঘ ও প্রশংসনীয় ভূমিকা রয়েছে। ইডকল প্রণীত পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়াটি হচ্ছে সকল প্রকল্প ও কর্মসূচিগুলোর পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে তাদের সামাজিক ও পরিবেশগত অঙ্গীকারগুলোর ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করার একটি প্রচেষ্টা। এসব প্রকল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বিশেষ করে গ্রিড সংযুক্ত সৌর ও ছাদে স্থাপিত সৌর প্রকল্পগুলোর জন্য ইএসএমএস তৈরী করা হয়েছে।

৬. এই প্রতিবেদনে নীতিমালার রূপরেখা তুলে ধরা হয়েছে যার ভিত্তিতে ইএসএমএস প্রণয়ন করা হয়েছে। এতে আরো রয়েছে অনুসরনযোগ্য আইন ও অন্যান্য নীতি, ইডকল এর সাংগঠনিক কাঠামো ও সক্ষমতা, সুনির্দিষ্ট প্রকল্প ও সেগুলোর বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া, (যেখানে ছাদ ভিত্তিক সৌর ব্যবস্থা এবং গ্রিড ভিত্তিক সৌর বিদ্যুৎ প্রকল্প নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে, এটি হচ্ছে সর্বশেষ যার পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হবে) এবং সর্বশেষে, ঝুঁকি মূল্যায়ন ও সেগুলো হ্রাস করার উপায়। উপরে বর্ণিত সকল বিষয় পরবর্তী পাঁচটি অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

অধ্যায় ০২: ইএসএমএস নীতিমালা

৭. মূলত ইডকল নীতিমালায় নিহিত পাঁচটি নীতির দ্বারা ইএসএমএস পরিচালিত হয়। ইডকল নীতিমালা প্রকল্পগুলোর পরিচালন কাঠামোর বাস্তবায়নের জন্য উচ্চ-পর্যায়ের শাসনব্যবস্থা ও প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করে। নীচের টেবিলে বিবৃতিটি উল্লেখ করা হয়েছে:

১ নং টেবিল: ইডকল এর পরিবেশগত ও সামাজিক নীতি বিবৃতি

ইডকল এর পরিবেশগত ও সামাজিক নীতি বিবৃতি
ইডকল বাংলাদেশে মাঝারি থেকে বড় আকারের অবকাঠামো এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানি শক্তি প্রকল্পগুলোর জন্য বেসরকারি খাতে অর্থায়ন করছে। ইডকল অবকাঠামো উন্নয়নে পরিবেশগত, স্বাস্থ্য/নিরাপত্তা ও সামাজিক বিবেচনার গুরুত্ব স্বীকার করে এবং টেকসই উন্নয়নে বিশ্বাস রাখে। উপরোক্ত বিষয়গুলো অর্জন করার জন্য, ইডকল প্রতিশ্রুতিবদ্ধ: (ক) পরিবেশ ও লোকজন ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এমন প্রতিকূল প্রভাব ও ঝুঁকিগুলি এড়িয়ে যেতে বা হ্রাস করতে অবকাঠামো প্রকল্পের মূল্যায়ন ও অর্থায়ন বিবেচনার ক্ষেত্রে পরিবেশ, স্বাস্থ্য/নিরাপত্তা ও সামাজিক (ই এণ্ড এস) মূলধারায় সম্পৃক্তকরণ (খ) দেশের সংশ্লিষ্ট সকল ই এণ্ড এস নীতি ও আইনী শর্তাবলী এবং আইনগুলো মেনে চলা নিশ্চিত করা যার সঙ্গে আন্তর্জাতিক সর্বোত্তম রীতি অনুশীলনের ই এণ্ড এস শর্তাবলী সম্পৃক্ত ও সাড়া প্রদানে প্রস্তুত (গ) উপযুক্ত স্থান নির্বাচন ও প্রকল্পের পরিকল্পনা করার মাধ্যমে ভূমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসন এড়িয়ে যাওয়া অথবা কমানো (ঘ) ভূমি অধিগ্রহণ অনিবার্য হলে, এই ধরণের ভূমি/ সম্পত্তির প্রতিস্থাপনের মূল্য প্রতিস্থাপনের পূর্বে ক্ষতিপূরণ প্রদান করা বা অন্যান্য সুবিধাগুলো যেমন গৃহায়ন ও মৌলিক অবকাঠামো সুবিধাসহ সমান মূল্য ও গুণমানের জমি প্রতিস্থাপন করা। (ঙ) দুস্থ গোষ্ঠীগুলোর যেমন অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে অনগ্রসর, নারী, শিশু, শারীরিকভাবে অক্ষম এবং নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর ব্যক্তিদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা এবং তাদের জীবিকা ফিরে পাওয়ার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

(উৎস: http://idcol.org/download/1d8514287c3e7cda76423b33a781f79c.pdf)

৮. ইএসএমএস এর ভূমিকা হচ্ছে ইডকলের প্রকল্পের পরিকল্পনার সঙ্গে এই নীতিগুলো অনুসরণের বিষয়টি পরীক্ষা করা। এসব নীতি ইএসএমএস কর্মকাণ্ড যেমন প্রভাব মূল্যায়ন প্রক্রিয়া বাস্তবায়নে দিকনির্দেশনা প্রদান করে। নীতিগুলো হল: পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি ও প্রভাব মূল্যায়ন ও পরিচালনা; পরিবেশগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা; জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণ; বিশ্ব ঐতিহ্য সংরক্ষণ; পুনর্বাসন; লিঙ্গ সমতা এবং সামাজিক অন্তর্ভুক্তি; দুস্থ ও জাতিগত গোষ্ঠী ও অংশীদারদের সম্পৃক্ততা। নিচে এগুলো বর্ণনা করা হয়েছে।

২.১। পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি এবং প্রভাব মূল্যায়ন এবং ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি সংক্রান্ত নীতি

৯. ঝুঁকি ও প্রভাব মূল্যায়ন এবং ব্যবস্থাপনা হচ্ছে ইএসএমএস এর মূল নীতিগুলোর অন্যতম। নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অনুসরণ করতে হবে:

- প্রকল্পের পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি ও প্রভাবগুলো সনাক্ত ও মূল্যায়ন করা।
- প্রভাব প্রশমন করার বিষয়টি বিবেচনা করা ও এড়িয়ে যাওয়া অথবা এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব না হলে কমিয়ে আনা, এবং যেখানে অবশিষ্ট প্রভাব রয়ে যায়, সেখানে শ্রমিক, ক্ষতিগ্রস্ত গোষ্ঠী ও পরিবেশের ঝুঁকি ও প্রভাবগুলোর জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদান/ভারসাম্য আনয়ন করা।
- ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির কার্যকর প্রয়োগের মাধ্যমে প্রকল্পের পৃষ্ঠপোষকদের উন্নত পরিবেশ ও সামাজিক কর্মক্ষমতা জোরদার করা।
- নিশ্চিত করা যে, গোষ্ঠীর অভিযোগ এবং অন্যান্য অংশীদারদের কাছ থেকে পাওয়া প্রতিক্রিয়াগুলোর বিষয়ে যথাযথভাবে সাড়া দেয়া হয়েছে।
- ক্ষতিগ্রস্ত গোষ্ঠীর ওপর সম্ভাব্য প্রতিকুল প্রভাব ফেলতে পারে এমন বিষয়গুলোর বিষয়ে প্রকল্পের মেয়াদ জুড়ে তাদের সঙ্গে পর্যাপ্তভাবে সম্পৃক্ত থাকার জন্য নানা উপায়ে সহায়তা জোরদার ও প্রদান করা এবং প্রাসঙ্গিক পরিবেশগত ও সামাজিক তথ্য প্রকাশ ও প্রচার নিশ্চিত করা।

২.২। পরিবেশগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নীতি

১০. পরিবেশগত স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তা হচ্ছে ইএসএমএস এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নীতিগুলোর অন্যতম। ইডকল বাংলাদেশ সরকারের প্রণীত প্রাসঙ্গিক পরিবেশ আইনগুলো এবং দাতাদের দ্বারা নির্ধারিত বিধিগুলো মেনে চলার ওপর যথেষ্ঠ গুরুত্ব দেয়। এসব কিছু ছাড়াও

ক) যে কোন পরিবেশগত অবনতি এড়িয়ে চলা এবং/অথবা (এড়ানো সম্ভব না হলে) সর্বনিম্ন পর্যায়ে কমিয়ে আনা;

খ) ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জামের প্রাপ্যতা ও ব্যবহার নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা;

গ) ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জামগুলোর সবসময় সহজ প্রাপ্যতা নিশ্চিত করার জন্য, সকল ত্রুটিপূর্ণ সরঞ্জাম অবিলম্বে প্রতিস্থাপন করা;

ঘ) বিভিন্ন ঝুঁকি যেমন আগুন লাগার সম্ভাবনা রয়েছে। এক্ষেত্রে নিরাপত্তা সরঞ্জাম প্রয়োজন এবং অগ্নি নিরাপত্তা পরিকল্পনা সঠিকভাবে গ্রহন করা পাশাপাশি অগ্নি নিরাপত্তা পরিকল্পনায় ভবন ব্যবহারকারীদের প্রশিক্ষণ দেয়া;

ই) সকল ব্যাটারি ও পিভি প্যানেল সরবরাহকারীর (জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে) এবং মেয়াদ শেষ হওয়া ব্যাটারি রিসাইকেলকারীদের জন্য ইডকল ব্যবস্থাপনায় ISO ১৪০০১:২০০৪ (পরিবেশতগত ব্যবস্থাপনা মান) এবং OHSAS ১৮০০১: ২০০৭ (পেশাগত স্বাস্থ্য সুরক্ষা মান) অনুসরণের ব্যবস্থা যথাযথভাবে অনুসরণ করা;

চ) পরিবেশগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা (ইএইচএস) মেনে চলার বিষয়টি নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা;

গ) প্রকল্পের কর্মীদের জন্য সচেতনতা বৃদ্ধির কর্মসূচি ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা গ্রহন করা।

২.৩। জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণ নীতি

১১. জীব বৈচিত্র্য কনভেনশন (সিবিডি), জৈব বৈচিত্র্য সংক্রান্ত সিবিডি'র কৌশলগত পরিকল্পনা ২০১১-২০২০ এবং জীব বৈচিত্র্য লক্ষ্যমাত্রা অনুসারে ইএসএমএস পরিচালিত হয়। সিবিডি'র উন্নয়ন কর্মসূচির জন্য জীব বৈচিত্র্য অনুযায়ী জোর দেয়ার প্রেক্ষিতে, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও মানব উন্নয়নে অবদান রাখে বলে পৃথিবীর প্রতিবেশ ব্যবস্থায় জীব বৈচিত্র্যের ক্ষতির ফলস্বরূপ পণ্য ও পরিষেবাগুলো বিশেষভাবে হ্রাস পেতে পারে। বাংলাদেশের মতো প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য এটি বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক। জাতীয় জীববৈচিত্র্য কৌশল এবং কর্ম পরিকল্পনা (এনবিএসএপি) হচ্ছে জাতীয় পর্যায়ে কনভেনশন বাস্তবায়নের প্রধান হাতিয়ার। ২০১৬ সালের সেপ্টেম্বরে, ১৯৬টি দেশের (৯৪%) মধ্যে মোট ১৮৫ টি দেশে এনবিএসএপি প্রণীত হয়েছে এবং বাংলাদেশে এখনও এনবিএসএপি প্রণয়নের পর্যায়ে রয়েছে।

১২. বর্তমানে সারা বিশ্বের ভূমির প্রায় দশ ভাগের তুলনায় বাংলাদেশের প্রায় ৩.৪১% ভূমি সুরক্ষিত রয়েছে। বাংলাদেশে ৪৭ টি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য রয়েছে। এই তালিকাভুক্ত তিনটি সুরক্ষিত এলাকা হচ্ছে সুন্দরবনের রিজার্ভ বন (৪২-৪৪), হাকালুকি হাওর (১৮) এবং টাংগুয়ার হাওর (৪৫) যা ৬১১,২০০ হেক্টর এলাকা জুড়ে বিস্তৃত। রামসার কনভেনশন (রামসার সাইট) অনুযায়ী আন্তর্জাতিক গুরুত্ববহ জলাভূমি যার আওতায় রয়েছে মিঠাপনির জলাশয়, মোহনা এবং উপকূলীয় সামুদ্রিক এলাকা। ১৯৭১ সালে রামসার (ইরান) নগরীতে এ কনভেনশন স্বাক্ষরিত হয় এবং ১৯৭৫ সালের ডিসেম্বরে তা কার্যকর হয়। বাংলাদেশে ১৯৯২ সালের ২১ সেপ্টেম্বর এ কনভেনশন কার্যকর হয়।

১৩. বিশ্বব্যাংকের অধীনে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ সম্পর্কিত OP৪.০৪ এর প্রয়োগ ও প্রাণ প্রাকৃতিক সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনার বিষয়টি সামাজিক ও পরিবেশগত ঝুঁকি ও প্রভাব সনাক্তকরণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার সময় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তাই, ইএসএমএস এর মাধ্যমে প্রকল্প পরিকল্পনার বিকল্প ও সেগুলোর সমাধান করার পাশাপাশি প্রাসঙ্গিক ঝুঁকি ও প্রভাবগুলোর বিস্তারিত মূল্যায়ন অবশ্যই পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব মূল্যায়নে (ESIA) অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন ।

ইএসআইএ প্রক্রিয়াকরণের সময় যেসব শর্ত পূরণ করতে হবে তা ২ নং টেবিলে উল্লেখ করা হয়েছে।

২ নং টেবিল: জীববৈচিত্র্য-সম্পর্কিত ঝুঁকি ও প্রভাবগুলো সনাক্তকরণ ও প্রশমন

ইস্যু	বিবরণ
জীব বৈচিত্র্য প্রভাবের জন্য সুযোগ	ঝুঁকি ও প্রভাব সনাক্তকরণ প্রক্রিয়ায় জীব বৈচিত্র্য ও প্রতিবেশ ব্যবস্থার পরিষেবা সম্পর্কিত সম্ভাব্য বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। এই বিষয়গুলো অনুসন্ধান করার সময় আঞ্চলিক গবেষণা ও মূল্যায়নের পর্যালোচনা, বৈশ্বিক বা আঞ্চলিক স্ক্রীনিং সরঞ্জাম ও মাঠ পর্যায়ের পুন: সনাক্তকরণ সহ প্রাথমিক পর্যায়ে ডেস্কটপ বিশ্লেষণ ও পাঠ পর্যালোচনা প্রয়োজন হতে পারে।
প্রতিবেশ ব্যবস্থার পরিষেবা সংক্রান্ত প্রভাব সন্ধান	অংশীদারদের সম্পৃক্তকরণের অংশ হিসাবে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর সঙ্গে পরামর্শের মাধ্যমেও প্রতিবেশ ব্যবস্থার পরিষেবা সংক্রান্ত প্রভাব সন্ধান করা হতে পারে।
প্রশমন ব্যবস্থার প্রয়োগ	অগ্রাধিকারের বিষয় হিসাবে, জীব বৈচিত্র্য ও প্রতিবেশ ব্যবস্থার পরিষেবাগুলোর ওপর প্রভাব এড়িয়ে যেতে হবে। প্রভাবগুলো এড়ানো সম্ভব না হলে, প্রভাবগুলো কমিয়ে আনতে এবং জীববৈচিত্র্য ও প্রতিবেশ ব্যবস্থার পরিষেবাগুলো পুনরুদ্ধার করার পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করতে হবে। জীব বৈচিত্র্যের জন্য, প্রশমন ব্যবস্থায় ভারসাম্য আনয়ন অন্তর্ভুক্ত করা হতে পারে।
বাসস্থানের ধরন নির্ধারণ করা	ইএসআইএ অবশ্যই উপ-প্রকল্প এলাকার বাসস্থানের ধরন সংজ্ঞায়িত করবে এবং পর্যাপ্ত উপাত্ত ও বিশ্লেষণের সাথে এটি সমর্থন করবে। বাসস্থানের ধরন প্রাকৃতিক/পরিবর্তিত এবং সঙ্কটাপন্ন/অ-সঙ্কটাপন্ন হতে পারে।
আইনগতভাবে সুরক্ষিত ও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত এলাকা	পরিস্থিতি অনুযায়ী, কোনও প্রস্তাবিত প্রকল্প আইনগতভাবে সুরক্ষিত এলাকা বা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত এলাকার মধ্যে অবস্থিত হলে, প্রাকৃতিক বা সঙ্কটাপন্ন বাসস্থানের জন্য, প্রযোজ্য হলে, অবশ্যই OP ৪.০৪ শর্ত পূরণ করতে হবে। এছাড়াও, প্রকল্প পৃষ্ঠপোষকের কাজ হবে: - প্রদর্শন করা যে, এই ধরণের এলাকায় প্রস্তাবিত উন্নয়ন আইনগতভাবে অনুমতি প্রাপ্ত; - এই ধরণের এলাকার জন্য সরকার স্বীকৃত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ পদ্ধতিতে কাজ করা; - যথাযথ হলে প্রস্তাবিত প্রকল্পে সুরক্ষিত এলাকার পৃষ্ঠপোষক, ব্যবস্থাপক, ক্ষতিগ্রস্ত গোষ্ঠী, উপজাতি জনগণ এবং/বা ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী (যদি থাকে) এবং অন্যান্য অংশীদারদের সঙ্গে পরামর্শ করা; এবং - সংরক্ষণের লক্ষ্যগুলো এবং এলাকার কার্যকর ব্যবস্থাপনাকে উন্নত ও জোরদার করার জন্য যথাযথ হলে অতিরিক্ত কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা।
জীববৈচিত্র্যের ভারসাম্য আনয়ন	প্রশমন ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত বলে উপ-প্রকল্পের পরিকল্পনার অংশ হিসেবে ভারসাম্য আনয়ন করার বিষয়টিকে বিবেচনা করা হলে, ভারসাম্য আনয়ন পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন বিষয়ে বাইরের বিশেষজ্ঞদেরকে অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। জৈব বৈচিত্র্য ভারসাম্য আনয়নের বিষয়টি শুধুমাত্র যথাযথ প্রভাব পরিহার, কমিয়ে আনা এবং পুনরুদ্ধারের ব্যবস্থা প্রয়োগের পরে বিবেচনা করা যেতে পারে। সুতরাং জীববৈচিত্র্য ভারসাম্য আনয়নের সিদ্ধান্তটি কখনোই প্রকৃত প্রকল্প এলাকায় ভাল ব্যবস্থাপনা অনুশীলন বাস্তবায়নের বিকল্প হবে না। প্রশমন ব্যবস্থার সকল আগাম পদক্ষেপ সম্পূর্ণরূপে মূল্যায়িত ও বাস্তবায়িত হওয়ার পর উল্লেখযোগ্য প্রভাব অবশিষ্ট থেকে গেলেই শুধুমাত্র জীব বৈচিত্র্যের ভারসাম্য আনয়ন বাস্তবায়ন করা যেতে পারে।
জীববৈচিত্র্য কর্ম পরিকল্পনা (বিএপি)/জীব বৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (বিএমপি)	সঙ্কটাপন্ন আবাসনের জন্য, একটি জীববৈচিত্র্য কর্ম পরিকল্পনা এবং/অথবা জীব বৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রয়োজন।

২.৪। বিশ্ব ঐতিহ্য সংরক্ষণের নীতি

১৪. গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যগুলোর মধ্যে রয়েছে (১) আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ঐতিহ্য যা কোন গোষ্ঠী ব্যবহার করে বা দীর্ঘ দিন ধরে সাংস্কৃতিক উদ্দেশ্যে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের কারণে স্মরণাতীত কাল থেকে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং (২) কোন স্থান যা সরকারের প্রস্তাবনা অনুযায়ী আইনত সুরক্ষিত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এলাকা। উদাহরণ স্বরূপ: বিশ্ব ঐতিহ্য সাইট এবং জাতীয়ভাবে সুরক্ষিত এলাকা। বাংলাদেশে ইউনেস্কো বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী এলাকাগুলোর তালিকা নিম্নরূপ:

৩ নং টেবিল: বাংলাদেশে ইউনেস্কো বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী এলাকাগুলো

বিশ্ব ঐতিহ্য তালিকায় লিপিবদ্ধ সম্পত্তি	সম্ভাব্য তালিকায় উল্লেখিত সম্পত্তি
ক. বাগেরহাটের ঐতিহাসিক মসজিদ শহর (১৯৮৫) খ. পাহাড়পুরের বৌদ্ধ বিহারের ধ্বংসাবশেষ (১৯৮৫) গ. সুন্দরবন (১৯৯৭)	ক। মহাস্থানগড় এবং এর সংলগ্ন স্থান (১৯৯৯) খ। লালমাই-ময়নামতী স্তম্ভ (১৯৯৯) গ। লালবাগ দুর্গ (১৯৯৯) ঘ। হলুদ বিহার (১৯৯৯) ঙ। জগদ্দল বিহার (১৯৯৯)

১৫. বাংলাদেশে কোন প্রকল্প এলাকা নির্বাচন করার সময় সাধারণত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ওপর প্রভাব এড়িয়ে যাওয়া হয়। একইভাবে, প্রযোজ্য বিশ্বব্যাংক নীতি অনুসারে, উপ-প্রকল্পগুলো এমনভাবে পরিকল্পনা করা উচিত নয় যা গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে অপসারণ, উল্লেখযোগ্যভাবে পরিবর্তন বা ক্ষতিগ্রস্ত করবে। ব্যতিক্রমী পরিস্থিতিতে, গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ওপর প্রভাব অপরিহার্য হলে, প্রকল্পের পৃষ্ঠপোষকদেরকে ৩ নং টেবিলে উপস্থাপিত মূল শর্তাবলী পূরণ করতে হবে। পরিবেশগত ও সামাজিক কারণে যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করার সময়, প্রকল্পের প্রস্তাবকারী অবশ্যই নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর জন্য দায়িত্বশীল হবে:

(ক) প্রস্তাবিত প্রকল্প এলাকার গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য আছে কি না সে বিষয়ে ইএসআইএ এর সিদ্ধান্তগুলো যাচাই করা এবং থাকলে তা অবিলম্বে ইডকল-কে অবহিত করা;

(খ) ব্যতিক্রমী পরিস্থিতিতে ইডকল নির্ধারণ করবে যে, প্রকল্পটি যদি গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের উপর প্রভাব ফেলে (ইডকল এর অভ্যন্তরীণ ই এণ্ড এস ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সক্ষমতার উপর ভিত্তি করে), তাহলে নিশ্চিত করবে যে, প্রকল্প পৃষ্ঠপোষক তাদের কর্ম পরিকল্পনায় পর্যাপ্ত ঝুঁকি ও প্রভাব ব্যবস্থাপনা পদক্ষেপ এবং প্রকল্প অর্থায়নের জন্য আইনি পদক্ষেপ নথিপত্রে অন্তর্ভুক্ত করেছে;

(গ) ইডকল প্রকল্পগুলোর বাস্তায়ন পর্যবেক্ষণ করবে।

৪ নং টেবিল: গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের জন্য মূল শর্তাবলী

ইস্যু	বিবরণ
পরামর্শ	প্রকল্পের পৃষ্ঠপোষক ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর সঙ্গে পরামর্শ এবং তথ্য ভিত্তিক আলোচনায় অংশগ্রহণের একটি প্রক্রিয়া ব্যবহার করবে, যা হবে সরল বিশ্বাসের আলোচনার প্রক্রিয়া এবং এর ফলে একটি নথিভুক্ত ফলাফল পাওয়া যাবে।
বাইরের দক্ষতা	প্রকল্প পৃষ্ঠপোষক গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য মূল্যায়ন ও সুরক্ষায় সাহায্য করার জন্য বহিরাগত বিশেষজ্ঞদের নিয়োগ করবে।
আইনত সুরক্ষিত এলাকা	আইনত সুরক্ষিত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এলাকাগুলো সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সুরক্ষা ও সংরক্ষণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ, এবং এ ক্ষেত্রে এ অঞ্চলে প্রযোজ্য জাতীয় আইনের অধীনে অনুমোদিত যে কোন প্রকল্পের জন্য অতিরিক্ত ব্যবস্থা গ্রহন করা দরকার। এই ধরণের পরিস্থিতিতে প্রস্তাবিত প্রকল্পে আইনিভাবে সুরক্ষিত এলাকা বা আইনত সংজ্ঞা অনুযায়ী বাফার জোনের মধ্যে অবস্থিত হলে, প্রকল্প পৃষ্ঠপোষক, ওপরে উল্লেখিত গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের শর্তাবলীর পাশাপাশি নিম্নলিখিত শর্তগুলো পূরণ করবে: ● সংজ্ঞায়িত জাতীয় বা স্থানীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য প্রবিধানমালা বা সুরক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা মেনে চলা; ● প্রস্তাবিত প্রকল্পের বিষয়ে সুরক্ষিত এলাকার পৃষ্ঠপোষক, ব্যবস্থাপক, স্থানীয় জনগোষ্ঠী এবং অন্যান্য প্রধান অংশীদারদের সাথে পরামর্শ করা; এবং ● সুরক্ষিত এলাকার সংরক্ষণ লক্ষ্য উন্নত ও জোরদার করার জন্য যথাযথ অতিরিক্ত কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা।

২.৫। পুনর্বাসন নীতি

১৬. পুনর্বাসনের মূলনীতিগুলোর লক্ষ্য হচ্ছে প্রকল্পের বিবরণের ভিত্তিতে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের এমনভাবে স্থানান্তর ও পুনর্বাসন করা যাতে তারা প্রতিকূল প্রভাবগুলোর দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত না হয় এবং তাদের জীবনযাত্রার মান, আয়ক্ষমতা এবং উৎপাদন পর্যায়ের উন্নতি সাধন, অথবা পূর্ববর্তী অবস্থা বজায় রাখতে পারে। পুনর্বাসন নির্ভরতা কমিয়ে আনার পাশাপাশি সামাজিকভাবে, অর্থনৈতিকভাবে ও প্রাতিষ্ঠানিকভাবে তাদের অবস্থান টেকসই করা। প্রান্তিক ও দুস্থ জন গোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে বিশেষ মনোযোগ দেয়া হবে। স্থানান্তর ও পুনর্বাসনের অনুসরণযোগ্য নিয়ম নিচে দেয়া হলো:

ক) প্রকল্প পরিকল্পনায় সম্ভাব্য সকল বিকল্প অনুসন্ধান করে যেভাবে সম্ভব হবে সেভাবে সকল নেতিবাচক প্রভাব এড়ানো বা কমিয়ে আনা হবে;

খ) নেতিবাচক প্রভাবগুলো এড়ানো সম্ভব না হলে, ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করার অথবা তাদের কোনও খরচ ছাড়াই অন্তত তাদের পূর্বের জীবনযাত্রা পুনপ্রতিষ্ঠার জন্য সহায়তা দিতে হবে;

গ) পুনর্বাসনের প্রস্তুতি ও বাস্তবায়ন সম্পর্কিত সকল তথ্য সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে প্রকাশ এবং পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন কাজে জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হবে;

ঘ) প্রয়োজন হলে ভূমি অধিগ্রহণের জন্য পারস্পরিক সম্মতি ও আলোচনার মাধ্যমে নিষ্পত্তির নীতি অনুসরণ করা হবে;

ঙ) প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিরা যাদের জমি বা অন্যান্য সম্পত্তি নেই কিন্তু যাদের অর্থনৈতিক স্বার্থ রয়েছে বা যারা জীবিকা হারাচ্ছে তাদের সহায়তা দেয়া হবে;

চ) অধিগ্রহন করা জমি ও সম্পত্তির দখল নেয়ার পূর্বে, প্রাপ্য নেয়ার জন্য উপস্থিত ও ইচ্ছুকদের ক্ষতিপূরণ এবং স্থানান্তর ও পুনর্বাসন সহায়তা প্রদান করা হবে;

ছ) প্রকল্প এলাকার জনগোষ্ঠীর স্থানচ্যুতির জন্য কোনও /সর্বনিম্ন প্রতিকূল সামাজিক, অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত প্রভাব থাকবে না তবে প্রয়োজন হলে সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে;

জ) প্রকল্পের ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যাপক ভিত্তিক অধিকার কাঠামো মূল্যায়ন করা হয়েছে এবং অধিকারের ভিত্তি দেয়া হয়েছে। বাজেটে সংশ্লিষ্ট বিধান রাখা হবে। তবে, সর্বশেষ তারিখের পরে প্রকল্প এলাকায় কেউ আসলে তাকে সহায়তা দেয়া হবে না;

ঝ) বিরোধের দ্রুত সমাধান নিশ্চিত করার জন্য প্রকল্প পর্যায়ে অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে;

ঞ) পুনর্বাসন পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন, এবং পর্যবেক্ষণ সম্পর্কিত সকল কার্যক্রমে নারীদের সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করা হবে। দুস্থ গোষ্ঠীর সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করার জন্যও প্রচেষ্টা গ্রহন করা হবে;

ট) পিএপিদের সঙ্গে সকল পরামর্শ নথিভুক্ত করা হবে। স্থানান্তর ও পুনর্বাসনের কাজ বাস্তবায়নকালে পরামর্শ চলবে;

(ঠ) একটি সম্পূর্ণ বিষয় ভিত্তিক বাজেট এবং বাস্তবায়ন সময়সূচি সহ একটি পুনর্বাসন কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হবে;

ড) প্রকল্পের পুরো মেয়াদ জুড়ে জন গোষ্ঠীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হবে;

ন) প্রকল্পের ইতিবাচক প্রভাব বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রচেষ্টা চালানো হবে।

২.৬। লিঙ্গ সমতা এবং সামাজিক অন্তর্ভুক্তি নীতি

১৭. মূলধারায় লিঙ্গ সমতা ও ক্ষমতায়ন সবসময় ইডকল এর জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র। জীবিকা ও পুনর্বাসনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমগুলোতে নারীদের চাহিদাগুলো বিশেষভাবে সমাধান করা উচিত। জেন্ডার বিশ্লেষণ সামাজিক মূল্যায়নের অংশ হতে হবে এবং বিশ্লেষণের ভিত্তি হবে প্রাথমিক উপাত্ত সংগ্রহের প্রক্রিয়ায় এবং ইএসআইএ প্রণয়নকালে প্রাপ্ত পরোক্ষ উপাত্ত অনুযায়ী জেন্ডার ভিত্তিক প্রশ্নের জবাব থেকে পাওয়া ফলাফল। মাত্রা ও গুণগত বিশ্লেষণ লিঙ্গ ভিত্তিক পৃথক উপাত্ত এবং লিঙ্গ বৈষম্য, চাহিদা, সীমাবদ্ধতা ও অগ্রাধিকার সম্পর্কিত বিষয় ও বোঝাপড়ার বিষয়গুলো তুলে আনবে বলে আশা করা যায়। অন্যদিকে, লিঙ্গ ভিত্তিক বৈষম্যমূলক ঝুঁকি, সুবিধা ও সুযোগ লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে, সুনির্দিষ্ট বিভিন্ন হস্তক্ষেপ গ্রহনের পরিকল্পনা করতে হবে এবং প্রয়োজন হলে জেন্ডার কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। সামগ্রিক পর্যবেক্ষণে পৃথক লিঙ্গ ভিত্তিক সূচক এবং লিঙ্গ প্রাসঙ্গিক সূচক অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। সুবিধাভোগীদের অংশগ্রহণ এবং দারিদ্র্য নিরসনের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা কোনও প্রকল্পের কার্যকারিতা ও টেকসই হওয়ার দুটি প্রধান নিয়ামক। যে কোন প্রকল্পে অবশ্যই প্রকল্প পরিকল্পনা, নির্মাণ ও নিরীক্ষণ ও মূল্যায়নের (এমএন্ডই) ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণের বাধা দূর করতে হবে।

১৮. প্রকল্পের মেয়াদ জুড়ে লিঙ্গ সমস্যাগুলো সনাক্ত ও মোকাবেলা করার জন্য তিনটি প্রধান উপায় ব্যবহার করতে হবে: লিঙ্গ বিশ্লেষণ, প্রকল্প পরিকল্পনা ও নীতি সংলাপ। জেন্ডার বিশ্লেষণ অবশ্যই বাছাই পর্যায়ে প্রাথমিক সামাজিক মূল্যায়ণের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হওয়া আবশ্যক। সম্ভাব্যতা যাচাই ও বিস্তারিত বিশ্লেষণকালে চিহ্নিত ইস্যুগুলো আনুপাতিক হারে বাড়ানো প্রয়োজন এবং প্রকল্পের প্রস্তুতি পর্যায়ে বাস্তবায়ন করা উচিত। প্রকল্পের পরিকল্পনা লিঙ্গ বিশ্লেষণের ভিত্তিতে লিঙ্গ সংবেদনশীল এবং ইএসআইএ নথিতে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। প্রকল্পের পরিকল্পনাকালে লিঙ্গ বিশ্লেষণের ফলাফল ও সুপারিশগুলো এবং বাস্তবায়নকালে সুবিধাভোগীদের প্রতিক্রিয়া আরো কোন প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নির্ধারণের জন্য পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আলোচনা করা উচিত।

২.৭। জাতিগত সংখ্যালঘু গোষ্ঠী নীতি

১৯. বাংলাদেশে 'নৃতাত্ত্বিক জাতিগত গোষ্ঠী' বলতে (এই অধ্যায়ে 'উপজাতি লোকজন' হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে) দেশের দক্ষিণ-পূর্ব, উত্তর-পশ্চিম, উত্তর-মধ্য ও উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে বসবাসকারী স্থানীয় নৃতাত্ত্বিক সংখ্যালঘুদের বোঝায়। এই অঞ্চলগুলোর মধ্যে রয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রাম, সিলেট বিভাগ, রাজশাহী বিভাগ এবং ময়মনসিংহ জেলা। ২০১০ সালে বাংলাদেশে নৃতাত্ত্বিক সংখ্যালঘুদের মোট জনসংখ্যা ছিল ২০ লাখের বেশি। বাংলাদেশের বেশিরভাগ নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর লোকজন বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্মের অনুসারী, বাকিরা খ্রিস্টান ও সর্বপ্রাণবাদী। সাধারণভাবে ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর মধ্যে রয়েছে খাসিয়া, গারো, জৈন্তিয়া, চাকমা, মারমা, সাঁওতাল, মণিপুরী, ত্রিপুরী, তঞ্চাঙ্গিয়া, ম্রো ইত্যাদি। ২০১১ সালের প্রাথমিক আদমশুমারি রিপোর্টে নৃতাত্ত্বিক সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর সংখ্যা ২৭ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এই নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীগুলো দেশের সামাজিক সংগঠন, বিয়ে, প্রথা, খাদ্য, জন্ম ও মৃত্যু এবং অন্যান্য সামাজিক প্রথার দিক থেকে ভিন্ন। তারা যে কোন ভাবেই হোক ঔপনিবেশিকতার কয়েক শতাব্দির প্রভাব প্রতিরোধ করতে সক্ষম হয়েছে এবং এই প্রক্রিয়ার মধ্যে তারা নিজেদের প্রথা, ঐতিহ্য ও জীবন ধরে রেখেছে।

২০. বেসরকারি খাতের প্রকল্পগুলো এই গোষ্ঠীগুলোর জন্য প্রকল্প-সম্পর্কিত কার্যক্রমে অংশগ্রহণ ও উপকার লাভের সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে যা অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে তাদের উদ্দেশ্য পূরণে সহায়তা করতে পারে। এছাড়াও, এই গোষ্ঠীগুলো উন্নয়নের প্রক্রিয়ায় অংশীদার হিসাবে বিভিন্ন কর্মকাণ্ড ও উদ্যোগগুলোর প্রচার ও পরিচালনায় যুক্ত হয়ে টেকসই উন্নয়নে ভূমিকা পালন করতে পারে। প্রকল্প

পৃষ্ঠপোষকদেকে ৪ নং টেবিলে উপস্থাপিত মূল শর্তগুলো পূরণ করতে হবে। পরিবেশ ও সামাজিক যথাযথকরণ প্রক্রিয়ার সময়, প্রকল্পের প্রস্তাবকরা নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর দায়িত্ব নিবেন:

(ক) প্রস্তাবিত প্রকল্প এলাকাতে নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর জনগণ এবং/বা ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী উপস্থিত কিনা তা নিয়ে ইএসআইএ এর সিদ্ধান্তগুলো যাচাই করা;

(খ) প্রস্তাবিত প্রকল্প এলাকাতে এই গোষ্ঠীগুলোর উপস্থিতি থাকলে ইডকলকে অবিলম্বে অবহিত করা;

(গ) ইডকল নির্ধারণ করবে যে, নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী এবং/অথবা ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর উপর প্রভাব ফেলার ঘটনার প্রেক্ষিতে অর্থায়ন (ইডকল এর অভ্যন্তরীণ পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সক্ষমতার উপর ভিত্তি করে), প্রকল্পগুলোর পৃষ্ঠপোষকদের কর্মপরিকল্পনায় পর্যাপ্ত ঝুঁকি ও প্রভাব প্রতিকার ব্যবস্থাপনা এবং প্রকল্প অর্থায়ন করার জন্য আইনি নথিপত্র অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত করা। আরো সুনির্দিষ্টভাবে:

(১) প্রকল্প পৃষ্ঠপোষক ও অংশীদারদের সম্পৃক্ততার মাধ্যমে পরিচালিত সরল বিশ্বাস ভিত্তিক আলোচনা ও আইসিপি এর ফলাফল হিসাবে প্রকল্পে এই গোষ্ঠীর ব্যাপক ভিত্তিক সমর্থন যাচাই করা।

(২) নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে এফপিআইসি প্রয়োজন হলে, প্রকল্প পৃষ্ঠপোষক এবং অংশীদারদের সম্পৃক্ততার মাধ্যমে পরিচালিত/অর্জিত যথাযথ প্রক্রিয়া ও পর্যাপ্ত ফলাফল যাচাই করা।

(৩) মনিটরিং বাস্তবায়ন (ইডকল এর সহায়তায়/সুপারিশ সহ)।

৫ নং টেবিল: ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর ওপর প্রভাব সম্পর্কিত ইস্যুগুলোর ব্যবস্থাপনার মূল শর্তাবলী

ইস্যু	বিবরণ
উপ-প্রকল্প এলাকার সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীগুলোর পরিচয়	কোন নির্দিষ্ট গোষ্ঠী ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী কিনা তা নিশ্চিত করতে প্রকল্পের পৃষ্ঠপোষক যোগ্য পেশাদারদের কাছ থেকে তথ্য চাইতে পারে। এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহনের জন্য, প্রকল্প পৃষ্ঠপোষক প্রযোজ্য জাতীয় আইন ও প্রবিধান (আন্তর্জাতিক আইনের অধীনে দেশের বাধ্যবাধকতা প্রতিফলনকারী আইন সহ), আর্কাইভ গবেষণা, নৃতাত্ত্বিক গবেষণা (সংস্কৃতি, প্রথা, প্রতিষ্ঠান, প্রথাগত আইন, ইত্যাদির নথিপত্র সহ), এবং অংশগ্রহণমূলক মূল্যায়ন পন্থা সহ অনুসন্ধানের বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহন করতে পারে।
এফপিআইসি: সংজ্ঞা	এফপিআইসি এর সর্বজনীনভাবে গ্রহণযোগ্য কোন সংজ্ঞা নেই। OP ৪.০১ এ বর্ণিত তথ্য ভিত্তিক পরামর্শ ও অংশগ্রহণ প্রক্রিয়ায় এফপিআইসিপি প্রণীত ও সম্প্রসারিত হয়েছে এবং প্রকল্প পৃষ্ঠপোষক ও এইসব জনগোষ্ঠীর মধ্যে সরল বিশ্বাসের ভিত্তিতে আলোচনার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হবে। প্রকল্পের পৃষ্ঠপোষক : (১) পারস্পরিক স্বীকৃত প্রক্রিয়া, এবং (২) পক্ষগুলোর মধ্যে চুক্তির প্রমাণ বিষয়ে নথিপত্র তৈরী করবে। এফপিআইসি'র প্রক্রিয়ায় ঐকমত্যের প্রয়োজন হয় না এবং ব্যক্তি বা গোষ্ঠীগুলো মধ্যে স্পষ্টত দ্বিমত থাকলেও ঐকমত্য অর্জন করা যেতে পারে।
অংশগ্রহণ	প্রকল্প পৃষ্ঠপোষক বর্ণিত অংশীদারদের সম্পৃক্ততা ও অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা অনুযায়ী ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর সঙ্গে একটি সম্পৃক্ততা প্রক্রিয়া গ্রহণ করবে। এই সম্পৃক্ততা প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে সাংস্কৃতিকভাবে উপযুক্ত পদ্ধতিতে অংশীদার বিশ্লেষণ ও সম্পৃক্ততা পরিকল্পনা, তথ্য প্রকাশ, পরামর্শ ও অংশগ্রহণ।
উপজাতি জনসাধারণের পরিকল্পনা	প্রকল্প পৃষ্ঠপোষকের প্রস্তাবিত কর্মসূচি ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর ক্ষতিগ্রস্ত সদস্যদের সঙ্গে তথ্য ভিত্তিক পরামর্শ ও অংশগ্রহণের মাধ্যমে গড়ে ওঠবে এবং একটি সময়সীমা ভিত্তিক পরিকল্পনা থাকবে, যেমন উপজাতি লোকজন পরিকল্পনা, বা ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর জন্য পৃথক উপাদান সহ একটি ব্যাপক ভিত্তিক জনগোষ্ঠী/অংশীদার উন্নয়ন পরিকল্পনা।
উন্নয়ন সুবিধা	প্রকল্প পৃষ্ঠপোষক সাংস্কৃতিকভাবে উপযুক্ত ও টেকসই উন্নয়ন সুবিধার জন্য সুযোগ তৈরী করবে। ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর ক্ষতিগ্রস্ত সদস্যদের জন্য ক্ষতিপূরণের সিদ্ধান্ত গ্রহন, সরবরাহ ও বিতরণ এবং অন্যান্য সুবিধা ভাগ করে নেয়ার ব্যবস্থা সম্পর্কে পৃষ্ঠপোষক সংশ্লিষ্ট আইন, প্রতিষ্ঠান ও প্রথাসমূহ এবং মূলধারার সমাজের সাথে তাদের যোগাযোগের মাত্রা বিবেচনায় নিবে।
বেসরকারী খাতের দায়িত্ব যেখানে উপজাতি জনগণের	যেখানে প্রকল্পের প্রেক্ষাপটে ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর ব্যবস্থাপনায় সরকারের একটি সুনির্দিষ্ট ভূমিকা রয়েছে, যেখানে প্রকল্প পৃষ্ঠপোষক বিশ্বব্যাংকের নীতিগুলোর উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্য বজায় রেখে ফলাফল অর্জন করতে যথাসম্ভব ও সংস্থার অনুমতি নিয়ে দায়িত্বশীল সরকারি সংস্থার সাথে সহযোগিতা করবে।

ইস্যু ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব সরকারের	প্রকল্প পৃষ্ঠপোষক একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে যা একসঙ্গে দায়িত্বশীল সরকারী সংস্থা নথিপত্র তৈরী করবে যা এই নীতির সঙ্গে প্রাসঙ্গিক প্রয়োজনীয়তাগুলো মোকাবেলা করবে। প্রকল্পের পৃষ্ঠপোষককে এ ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্ত করতে হতে পারে (১) পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন, তথ্য ভিত্তিক পরামর্শ প্রক্রিয়া, সম্পৃক্ততা এবং প্রয়োজন হলে এফআইসি' র নথিপত্র; (২) ক্ষতিগ্রস্ত নৃতাত্ত্বিক জনগণের জন্য সরকার প্রদত্ত অধিকারের বিবরণ; (৩) এই ধরণের অধিকার ও শর্তাবলীর মধ্যে যে কোন ব্যবধান ঘুচাতে প্রস্তাবিত পদক্ষেপ; এবং (৪) সরকারি সংস্থা এবং/অথবা প্রকল্প পৃষ্ঠপোষকের আর্থিক ও বাস্তবায়ন দায়িত্ব।

২.৮। অংশীদার সম্পৃক্তকরণ নীতি

২১. অংশীদার সম্পৃক্তকরণ হচ্ছে একটি ব্যাপক ভিত্তিক ইস্যু। বিশেষত, প্রকল্প ও কর্মসূচিতে আগ্রহ রয়েছে এমন ব্যক্তিদের এবং প্রকল্পের ক্রিয়াকলাপের ফলে সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া অংশীদার সহ সকল অংশীদারদের সনাক্ত করা ও সম্পৃক্ত করার জন্য প্রকল্পের পৃষ্ঠপোষকদের এটি প্রয়োজন। অংশীদারদের সম্পৃক্ততার প্রকৃতি, হার ও মাত্রা প্রকল্পের ঝুঁকি ও প্রভাবগুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। ৪ নং টেবিলে প্রকল্পের ঝুঁকি ও প্রভাবের ওপর নির্ভর করে অংশীদারদের বিভিন্ন সম্পৃক্ততার সংক্ষিপ্তসার তুলে ধরা হয়েছে। পৃষ্ঠপোষককে সনাক্ত করতে হবে যে, পরিচালিত প্রক্রিয়া ও এর ফলাফলগুলো আইএফসি পারফরম্যান্স স্ট্যান্ডার্ড এবং/অথবা বিশ্বব্যাংকের পরিচালন নীতির (OP) সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা বা পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য কোনো সংশোধনমূলক পদক্ষেপ গ্রহন করা সম্ভব কিনা তা নির্ধারণ করতে পারে। সংশোধনমূলক কর্মকাণ্ড সম্ভব হলে, পৃষ্ঠপোষক যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তা বাস্তবায়ন করবে। এই ধরনের সংশোধনমূলক কাজের মধ্যে রয়েছে প্রাসঙ্গিক পরিবেশগত ও সামাজিক তথ্যের সাংস্কৃতিক যথাযর্থতা নিশ্চিত করার পাশাপাশি অতিরিক্ত সম্পৃক্ততা ক্রিয়াকলাপ পরিচালনা করা। নীতি বাস্তবায়নকালে নিম্নলিখিত নির্দেশিকা মেনে চলতে হবে:

ক) এসব তথ্য অংশীদারদের প্রাসঙ্গিক হতে হবে এবং কেবল প্রকল্প সম্পর্কে সাধারণ তথ্য প্রকাশ করলেই হবে না (যেমন, উদ্দেশ্য, সময়কাল, স্কেল, প্রস্তাবিত ক্রিয়াকলাপ), বরং গোষ্ঠীর জন্য সম্ভাব্য ঝুঁকি এবং পরিকল্পিত প্রভাব প্রতিকার পদক্ষেপগুলোও প্রকাশ করতে হবে।

খ) অংশীদারদের এই তথ্য প্রক্রিয়া করার সুযোগ দেয়ার জন্য যুক্তিসঙ্গত সময়সীমার মধ্যে তথ্য প্রকাশ করা আবশ্যক, প্রযোজ্য হলে- সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে।

গ) যথাযথ ভাষা ও যোগাযোগের চ্যানেলগুলোর মাধ্যমে কাঙ্খিত জনগোষ্ঠীকে (বিশেষ করে ক্ষতিগ্রস্ত গোষ্ঠী) লক্ষ্য করে তথ্য প্রকাশ করতে হবে।

ঘ) পরামর্শ হতে হবে সাংস্কৃতিকভাবে যথাযথ, বৈষম্যহীন এবং লিঙ্গ-সংবেদনশীল পদ্ধতিতে এবং বাইরের স্বার্থ উদ্ধার, ভীতিপ্রদর্শন বা জোর খাটানোর প্রভাব মুক্ত।

৬ নং টেবিল: অংশীদারদের সম্পৃক্ততা ও দায়িত্বের পর্যায়

ঝুঁকি/ প্রভাবের পর্যায়		অংশীদার	প্রকল্প পৃষ্ঠপোষকদের দায়িত্ব *	পিএফআইগুলোর দায়িত্ব	
ঝুঁকি/প্রভাব বৃদ্ধির পর্যায়	বেশী, উল্লেখযোগ্য	এই পরিস্থিতিতে উপজাতি জনগোষ্ঠী এবং/বা ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী: ১) ভূমি/প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর প্রভাব; ২) আইপি পুনর্বাসন; ৩) সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের বাণিজ্যিক	অবাধ, আগাম এবং তথ্য ভিত্তিক সম্মতি (এফপিআইসি)। সরল বিশ্বাস ভিত্তিক আলোচনা যার মাধ্যমে পারস্পরিক স্বীকৃত প্রক্রিয়ায় এবং চুক্তির প্রমাণ নথিভুক্ত করা হয়েছে। অন্তর্ভুক্ত করা বিষয়গুলো হচ্ছে; তথ্য প্রকাশ; অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা; অংশীদার সম্পৃক্ততা পরিকল্পনা; কর্ম	**যাচাই**	গোষ্ঠী সম্পৃক্ততার চলমান পর্যবেক্ষণ। প্রয়োজন অনুযায়ী ই এণ্ড এস কর্ম পরিকল্পনা হালনাগাদকরণ।

		ব্যবহার সহ গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ওপর প্রভাব।	পরিকল্পনা সংক্রান্ত গোষ্ঠীর চলমান রিপোর্টিং। *		
		ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠী (উপজাতি জনগোষ্ঠী এবং/বা ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী ব্যতীত) রয়েছে এমন স্থানে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহারযোগ্য গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের উপর প্রভাব,	আইসিপি + সরল বিশ্বাস ভিত্তিক আলোচনা (জিএফএন): আইসিপি ভিত্তিক প্রক্রিয়া তবে সরল বিশ্বাস ভিত্তিক আলোচনার ফলে একটি নথিপত্র তৈরী হয়েছে। এগুলোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত: তথ্য প্রকাশ; অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা; অংশীদার সম্পৃক্তকরণ পরিকল্পনা; কর্মপরিকল্পনা সম্পর্কে গোষ্ঠীর কাছে চলমান প্রতিবেদন। *	নিশ্চিত করুন যে, গোষ্ঠীগুলো প্রকল্পকে জোরালোভাবে সমর্থন করে। **	
		১) *উপজাতি জনগোষ্ঠী এবং/অথবা ক্ষুদ্র* নৃতাত্ত্বিক *গোষ্ঠীর ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলছে;* ২) সম্ভাব্য উল্লেখযোগ্য প্রতিকুল প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত গোষ্ঠী।	তথ্য ভিত্তিক পরামর্শ ও অংশগ্রহন (আইসিপি): সিদ্ধান্ত গ্রহন ও নথিপত্র প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর মতামত অন্তর্ভুক্ত করার জন্য আরও গভীরতর প্রক্রিয়া অনুসরণ। এগুলোর মধ্যে রয়েছে: তথ্য প্রকাশ; দ্বি-মুখী সংলাপ; অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা; অংশীদার সম্পৃক্ততা পরিকল্পনা; কর্মপরিকল্পনা সম্পর্কে জনগোষ্ঠীর কাছে চলমান প্রতিবেদন। *	নিশ্চিত করুন যে, জনগোষ্ঠী প্রকল্পটি জোরালোভাবে সমর্থন করে। **	
	মাঝারিভাবে	প্রতিকূল প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত গোষ্ঠী এবং অংশীদার।	পরামর্শ: তথ্য প্রকাশ। দ্বি-মুখী সংলাপ। অভিযোগ প্রতিকার প্রক্রিয়া। অংশীদার সম্পৃক্ততা পরিকল্পনা। প্রকল্প কর্ম পরিকল্পনা জনগোষ্ঠীর কাছে চলমান প্রতিবেদন। *	যাচাই	
	সকল বিনিয়োগ কার্যক্রম	সাধারণ নাগরিক	বাইরের সঙ্গে যোগাযোগ: প্রকল্পের পৃষ্ঠপোষক জনসাধারণের কাছ	যাচাই।	

			থেকে যোগাযোগের মাধ্যমে তথ্য গ্রহন, নিবন্ধন, বাছাই ও প্রতিকারের বিষয়গুলোর প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন ও বজায় রাখবে, নথিভুক্ত প্রতিক্রিয়া জানাবে, এবং ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি সমন্বয় করবে।		
নোট: * আশা করা হচ্ছে যে, অংশীদার সম্পৃক্ততা কর্মকাণ্ড সম্পর্কিত দায়িত্ব নীচে থেকে ওপরে প্রতিটি পর্যায়ে যুক্ত রয়েছে। ** কিছু ব্যক্তি বা গোষ্ঠী এই প্রকল্পের বিষয়ে আপত্তি করলেও, প্রকল্পটি ব্যাপকভাবে সমর্থিত হতে পারে।					

অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা

২২. অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাটি অংশীদাদের সম্পৃক্ততা প্রক্রিয়ার অবিচ্ছেদ্য অংশ। প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর অভিযোগগুলোর প্রতিকার করার জন্য প্রকল্পে একটি বহু-পর্যায়ের প্রক্রিয়া থাকতে হবে।

২৩. পৃষ্ঠপোষকের পরিবেশগত ও সামাজিক কর্মক্ষমতা সম্পর্কে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর উদ্বেগ ও অভিযোগগুলো গ্রহন ও সমাধান করার জন্য একটি অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা গড়ে তোলা প্রয়োজন। অভিযোগ প্রতিকার প্রক্রিয়া হবে প্রকল্পের ঝুঁকি ও প্রতিকূল প্রভাবগুলোর সাথে মানানসই, অবিলম্বে উদ্বেগ দূর করবে, বোধগম্য ও স্বচ্ছ প্রক্রিয়া গ্রহন করবে যা সংস্কৃতির দিক থেকে যথাযথ ও ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর সকলের কাছেই সহজ প্রবেশাধিকারযোগ্য এবং তাদেও জন্য বিনা খরচে ও কোন প্রকার বাধা ছাড়াই এ সুবিধা থাকবে। প্রতিকার প্রক্রিয়া কোনভাবেই বিচারিক ও প্রশাসনিক প্রতিকার ব্যবস্থার ক্ষেত্রে বাধা হবে না। পৃষ্ঠপোষক এছাড়াও জনগোষ্ঠীর সম্পৃক্ততা প্রক্রিয়ায় এই প্রতিকার প্রক্রিয়া সম্পর্কে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীকে অবহিত করবে।

২৪. অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাটি প্রকল্পের প্রয়োজনে ভালভাবে সাড়া দিবে, কারণ উত্তেজনা বৃদ্ধির ফলে প্রতিক্রিয়া জানানোর বদলে বরং একটি আগাম ব্যবস্থা হিসেবে এটি গড়ে তোলা হবে। প্রকল্পের প্রস্তাবকগণ তিন সদস্যের অভিযোগ প্রতিকার কমিটি (জিআরসি) গঠন করবেন, এতে থাকবেন একজন প্রকল্প প্রস্তাবকারীর প্রতিনিধিত্বকারী কর্মকর্তা (বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তা পদের নিচে নয়), প্রকল্প এলাকার/স্থানের নির্বাচিত সদস্য (স্থানীয় সংস্থা) এবং জনগণের পক্ষে একজন সদস্য যিনি জনসাধারণের মধ্যে সততা, ভালো বিচক্ষণতা এবং শ্রদ্ধাভাজন হিসেবে পরিচিত। অভিযোগ প্রতিকার করার জন্য কাঠামো ও প্রক্রিয়ার বিশদ বিবরণ প্রদান করে মুদ্রিত প্রচারলিপি বিতরণের মাধ্যমে জিআরসি এর অস্তিত্ব সম্পর্কে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীকে অবহিত করতে হবে।

২৫. প্রকল্প সমর্থকদের অবশ্যই প্রাপ্ত সব অভিযোগপত্র, প্রত্যেকের অভিযোগের ওপর গৃহীত পদক্ষেপ নথিবদ্ধ করতে এবং একই ত্রৈমাসিকে একটি প্রতিবেদন পাঠাতে হবে। জিআরসি নির্মাণ কাজ ও প্রকল্প পরিচালনাকালে পরিবেশগত প্রভাব সম্পর্কিত স্থানীয় জনসাধারণের অভিযোগগুলোর প্রতিকার করবে। প্রকল্পের প্রস্তাবকরা ক্ষতিগ্রস্ত গোষ্ঠীর ওপর প্রভাবগুলোর ওপর বিশেষ মনোযোগ দিয়ে ভৌত ও অর্থনৈতিক স্থানচ্যুতি এবং প্রকল্পের অন্যান্য প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের উদ্বেগ ও অভিযোগগুলো গ্রহন ও সেগুলো জিআরসি এর মাধ্যমে সমাধান করবে।

* *বিশ্ব ব্যাংকের নীতির শর্ত অনুযায়ী শ্রমিকদের জন্য অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা আলাদা ও সুরাহা করা হয়েছে।*